রোডক্র্যাশ পরিসংখ্যান ও তুলনামূলক চিত্র

বাংলাদেশে সাধারণত পুলিশের এফআইআর, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (চিত্র ১) থেকে বছর ভিত্তিক রোডক্র্যাশের তথ্য পেয়ে থাকি। ২০২৩ থেকে বাংলাদেশে সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) তাদের নিজস্ব জেলা ভিত্তিক প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যের উপর ভিত্তিতে রোডক্র্যাশের সংখ্যা, মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা প্রকাশ করছে (চিত্র ২ ও ৩)। সকল তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশে রোডক্র্যাশের সংখ্যা বাড়ছে, ফলে বাড়ছে মৃত্যু ও আহতের সংখ্যাও।

চিত্র: ১

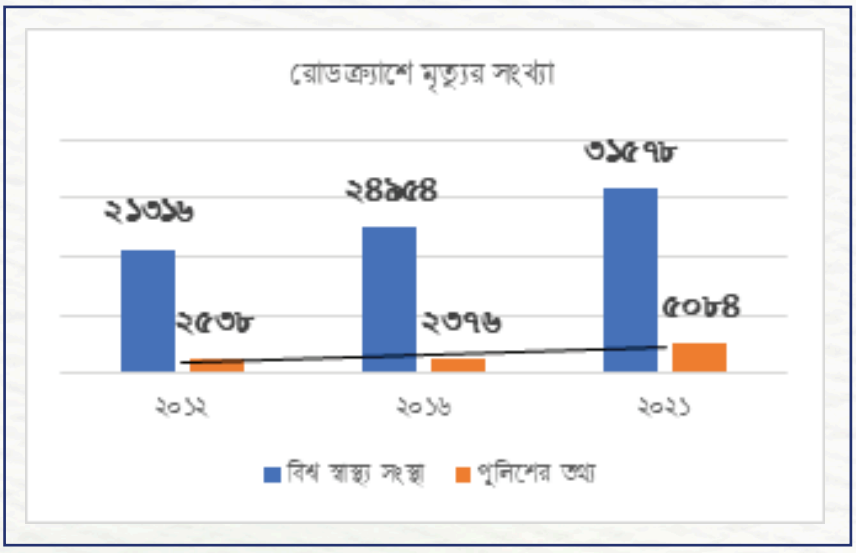

চিত্র: ২ এবং ৩

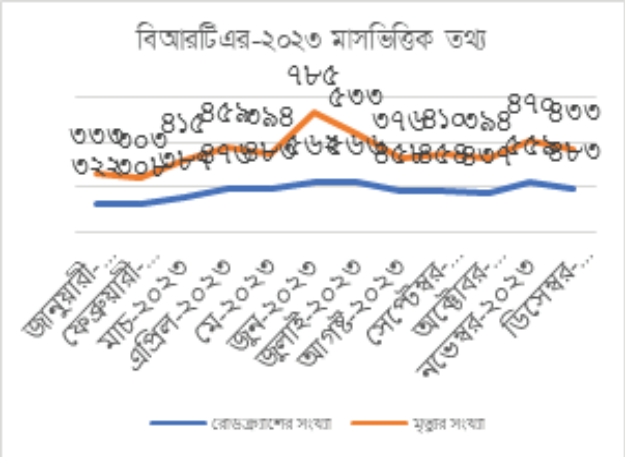

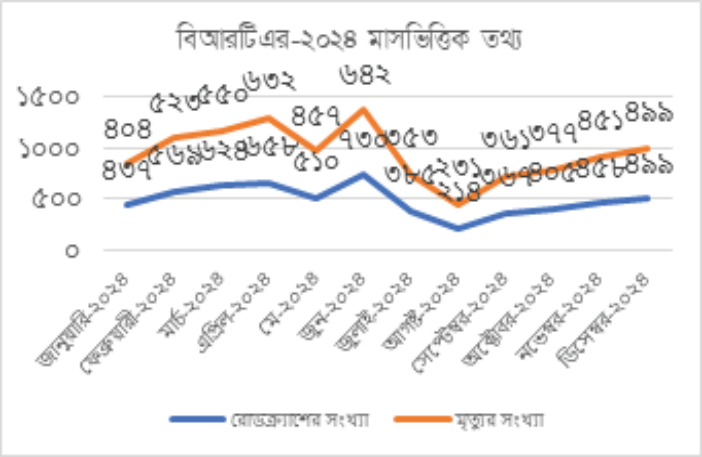

বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে রোডক্র্যাশে মৃত্যুর সংখ্যা:

বাংলাদেশে ২০২১ সালের পুলিশের তথ্য অনুসারে রোডক্র্যাশে মৃত্যু ছিল ৫,০৮৪ জন, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাক্কলিত মৃত্যু ছিল ৬,২৮৪ জন এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রাক্কলিত মৃত্যু ছিল ৩১,৫৭৮ জন। তথ্য বিশ্লেষনে প্রচলিত ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রতি লাখে তুলনামুলক বিশ্লেষণে দেখা যায় পুলিশের, পত্রিকায় ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত মৃত্যু যথাক্রমে ৩, ৩.৭ ও ১৯ জন।

(ছক: ১)

Source	No.	Rate (in per lakh
Police Reported Deaths-2021	5084	3
News-based Estimates-2021	6,284	3.7
WHO Estimate-2021	31,578	19
CIPRB/MOH Study-2016	23,166	14.2

বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্নদেশের রোডক্র্যাশের তথ্যের তুলনামূলক চিত্র:

বিশ্বস্বাস্থ্য একটি একক পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতিটি দেশ থেকে রোডক্র্যাশ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এবং রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রকাশিত ২০২৩ সালের তথ্যানুযায়ী যা হবে (Global Status Report on Road Safety-2023), ২০২১ সালে প্রতি লাখে মৃত্যুর সংখ্যা বিবেচনা করলে দেখা যায়, সবচেয়ে ভালো দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে সুইজারল্যান্ড (প্রতি লাখে মৃত্যু: ২ জন), জাপান (প্রতি লাখে মৃত্যু: ৩ জন) এবং অস্ট্রেলিয়া (প্রতি লাখে মৃত্যু: ৫ জন)। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র (প্রতি লাখে মৃত্যু: ১৪ জন), মালয়শিয়া (প্রতি লাখে মৃত্যু: ১৪ জন) এবং ভারত (প্রতি লাখে মৃত্যু: ১৫ জন)। বাংলাদেশে প্রতি লাখে মৃত্যু প্রায় ১৯ জন।

(ছক:২)

Country	Rate (in per lakh
Switzerland	2
Japan	3
Australia	5
USA	14
Malaysia	14
India	15
Bangladesh (WHO, Police & news based)	19,3 & 3.7

আমরা যদি পুলিশের তথ্য ব্যবহার করি তাহলে প্রতিলাখে রোডক্র্যাশে মৃত্যুর সংখ্যা তিন জন (ছক: ২), যা বিশ্বে সড়ক নিরাপত্তায় সবচেয়ে ভালো দেশগুলোর মধ্যে জাপানের মৃত্যু সংখ্যার (প্রতিলাখে ৩ জন) সমান। কিন্তু আমাদের সড়কের অবকাঠামো; গতিসীমা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, নির্দেশনা ও প্রয়োগ; নিরাপদ যানবাহনের ব্যবহার; হেলমেট ও সিটবেল্ট এবং শিশু সুরক্ষিত আসনের ব্যবহার; পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা; সড়ক নিরাপত্তায় আইন ও আইনের প্রয়োগ কি জাপানের সমতুল্য। তারপর আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্র, মালয়শিয়া এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সাথে তুলনা করি, তাহলেও দেখা যাবে আমাদের সড়ক নিরাপত্তার বিষয়গুলো কাঙ্খিতমাত্রায় অনুপস্থিত। এছাড়াও একক ও স্বয়সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় নাই যে রোডক্র্যাশের সর্বজন স্বীকৃত বৈশ্বিকভাবে বিশেষায়িত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তথ্য প্রকাশ করে।

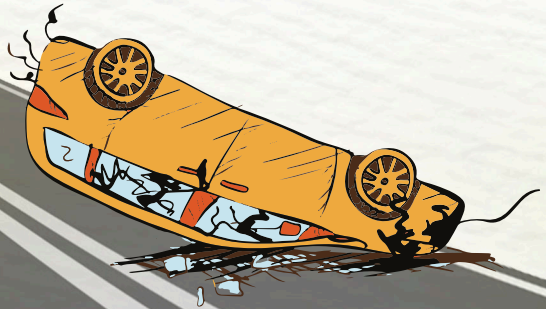

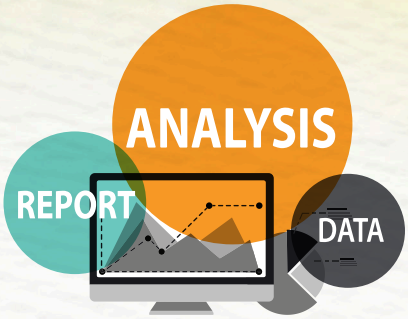

আমাদের প্রত্যাশা:

১. সেফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচের উপর ভিত্তি করে একটি সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা যেখানে রোডক্র্যাশ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের একটি একক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা এবং তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় করা;

২. উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও প্রকাশের নীতিমালা প্রণয়ন করা

৩. রোডক্র্যাশের তথ্য-উপাত্তের আলোকে সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ করা

তথ্যসূত্র:

1.https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/global-status-report-on-road-safety-2023

2.https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/261454/2021-saw-more-road-accidents-than-2020

3.https://brta.gov.bd/site/view/miscellaneous_info/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8/-

NHF-BOS
Road Safety
Advocacy
Program

যোগাযোগ:

রোড সেফটি অ্যান্ড ইনজুরি প্রিভেনশন প্রোগ্রাম
ডিপার্টমেন্ট অব এপিডেমিওলজি অ্যান্ড রিসার্চ
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট
২৬/৪, দারুস সালাম রোড, মিরপুর-১, ধাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
ওয়েবসাইটঃ www.nfh.org.bd
NFH-BOS Road Safety Advocacy